ছবি ও বাণী লিঃ.র
ছবি ও বাণী
লিমিটেড
প্রথম নিবেদন
তথাপি

ছবি ও বাণী লিমিটেডের

নিবেদন

তথাপি

কাহিনী—স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

প্রযোজনা—অমর দত্ত

সহায়তা করছেন—রামানন্দ সেন, হরিদাস চক্রবর্ত্তী

পরিচালনা—মনোজ ভট্টাচার্য্য

গান—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, কবি অতুল প্রসাদ সেন।

চিত্রশিল্পী—জয়ন্তি লাল জানি

যন্ত্রী—ভূপেন ঘোষ

সঙ্গীত পরিচালক—রবীন রায়,
শৈলেন রায়

সম্পাদক—হৃষিকেশ মুখার্জি

গীতিকার—শ্যামল গুপ্ত

শিল্প নির্দ্দেশক—সত্যেন রায় চৌধুরী

ব্যবস্থাপক—ক্ষিতীশ আচার্য্য

রূপসজ্জা—রঞ্জিত দত্ত

দৃশ্যাদি গঠন—ঈশ্বর প্রসাদ

প্রচার উপদেষ্টা—পঙ্কজ দত্ত ও
ফিনিক্স এডভারটাইজিং লিঃ

স্থিরচিত্র গ্রহণ:
কৃষ্ণ পাইন, ষ্টীল ফটো সার্ভিস্

চিত্র পরিস্ফুটন:
শ্রীভারত লক্ষ্মী ল্যাবরেটারী, ফিল্ম সার্ভিস

সহকারীবৃন্দ

চিত্রনাট্য ও পরিচালনায়—ঋত্বিক ঘটক, গোপাল নাগ।

চিত্রশিল্পে—শিশির ভট্টাচার্য্য, সোমনাথ মিত্র

শব্দযন্ত্রে—মহম্মদ ইয়াসীন, সুহাস ব্যানার্জি।

সম্পাদনায়—অজিত ব্যানার্জি, প্রভাত সেন।

শিল্প নির্দ্দেশনায়—গৌর পোদ্দার। ব্যবস্থাপনায়—সুখরঞ্জন চক্রবর্ত্তী।

পরিচালনায় বিশেষ সাহায্য করেছেন—কমল চৌধুরী।

চিত্রনাট্য ও উপদেশ—বিমল রায় (এন, টি)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

কলিকাতা মুক ও বধির বিদ্যালয়, জি, কে, স্পোর্টস, দি পপুলার ফার্মেসী লিঃ
সিলেকশন, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে—

শ্রীভারত লক্ষ্মী ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত

তথাপি

(কাহিনীর সারাংশ)

প্রথম দর্শনেই প্রণয়।

কাব্য উপন্যাসের কথা নয়, প্রণবেশের জীবনে সত্যিই তা ঘটে গেল। কুসুমপুরের পাশের গাঁয়ে ওরা গিয়েছিলো বন্ধুর বিয়ে দিতে, ফিরে এলো প্রণবেশ নিজেরই বিয়ের সম্বন্ধ পাকা ক'রে। তারই দিনকয়েক পরেই বিয়েও হ'য়ে গেলো, কল্যাণীকে নিয়ে এলো প্রণবেশ।

বৌভাতের দিনেই কিন্তু ব্যাপারটা জানাজানি হ'য়ে গেলো। নববধূর সঙ্গে আলাপের শত চেষ্টায় ব্যর্থ হ'য়ে সবাই সাব্যস্ত ক'রে নিলে তাকে বোবা ব'লে। কথাটা কাণে যেতে প্রণবেশ বুঝলে নবপরিবেশের লজ্জাই কল্যাণীকে মূক ক'রতে রেখেছে। কিন্তু ভুল ভাঙলো—কল্যাণী সত্যিই বোবা।

জীবনের একটা স্থায়ী ব্যর্থতার চরম আঘাত প্রণবেশের প্রাণে দারুণ হাহাকার জাগিয়ে তুললে। ভবিতব্যের চেয়ে দোষটা গিয়ে পড়লো কল্যাণীর দরিদ্র অভিভাবকদের ওপরে। কল্যাণীকে ফিরিয়ে দিয়ে এ প্রবঞ্চনার শোধ না নেওয়া পর্য্যন্ত প্রণবেশের শান্তি নেই। কিন্তু তা পারলে না। মূক কল্যাণীর অতিমুখর মুখমাধুরিমা প্রণবেশের সব অভিমানকে ভাসিয়ে দিলে।

কল্যাণীকে গড়ে তোলায় প্রণবেশের উৎসাহের আর অন্ত রইলো না। সংসারের স্বাভাবিকতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার মতো তাকে তৈরী ক'রে নিতে প্রণবেশের চেষ্টার আর ত্রুটি রইলো না। আর কল্যাণীও কাজে কর্ম্মে, মমতার প্রকাশে কল্যাণময়ী হ'য়ে ফুটে উঠতে লাগলো। সেবায়, যত্নে, আপ্যায়ণে অল্প দিনের মধ্যেই কল্যাণী বাড়ীর বৃদ্ধা পিসিমা থেকে ঝি চাকরের প্রত্যেকের তো বটেই এমন কি প্রণবেশের বাল্য বন্ধু ভবতোষ ও তার দিদি, প্রণবেশেরও তিনি বড়দি, সবায়েরই মনেতে নিজের আসন ক'রে নিলে। প্রতিবেশীর ছোট্ট একটি শিশুর ওপরে বড়ো মায়া কল্যাণীর। ওকে দেখলে যেখানে যে অবস্থাতেই সে থাক ছুটে আসে তাকে নিয়ে আদর ক'রতে। অনবধানে একদিন ছেলেটি গেলো পড়ে, বধির কল্যাণী তা বুঝতে পারে নি। কিন্তু কল্যাণীর ঐ অপরাধেই ছেলেটির আসা বন্ধ হ'য়ে গেলো। কল্যাণী তার

প্রণবেশের জীবনে কল্যাণী প্রায় সার্থক হ'য়ে উঠেছে এমন মুহূর্ত্তে আবির্ভূতা হ'লো সুজাতা - প্রণবেশের সহপাঠিনীই শুধু নয়, কল্যাণীর জায়গায় একদিন সুজাতারই আসার সম্ভাবনা ছিলো।

সুজাতার মুখরতা কল্যাণীর নির্বাকত্বকে প্রণবেশের মনে আবার সজাগ ক'রে তুললে। আবার তার মনে জীবনের ব্যর্থতা ঘিরে এলো ; পুরণো দিনের স্মৃতিকে টেনে সুজাতার মাঝে প্রণবেশ সান্ত্বনা খোঁজার চেষ্টা ক'রলে।

কল্যাণী মূকই শুধু, কিন্তু জীবনের গতিপথের প্রতিটি চিহ্নই তার জানা, প্রতিটি স্পর্শই তার মধ্যে অনুভূতি জাগায়। সুজাতার প্রতি প্রণবেশের সান্নিধ্য প্রথমে সে সহজ ভাবেই নিলে, কিন্তু প্রণবেশ যে মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে চায় সেটা তার বুঝতে বাকী রইলো না। প্রণবেশের বাড়াবাড়ীটা ভবতোষ ও বড়দির কাছেও স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো। ওরাও প্রণবেশকে আরও এগিয়ে যেতে বাধা দেবার চেষ্টা ক'রলে।

একদিন কিন্তু ব্যাপারটা চরমে পৌঁছলো। সুজাতার জন্মদিনে প্রণবেশের নেকলেস দেওয়ার মর্ম কল্যাণীর বুঝতে বাকী রইলো না। কল্যাণী তার প্রতিবাদ জানাতে একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটে গেলো। কল্যাণী তারই গৃহে তারই সামনে সুজাতার আপ্যায়ণ হ'তে দিতে চাইলে না। কল্যাণী যেনো উন্মাদ হ'য়ে গেলো ; প্রণবেশেরও রাগ সামলানো অসম্ভব হ'লো। কল্যাণীকে নিয়ে জীবনের বিড়ম্বনাকে আর সে বাড়িয়ে যেতে পারে না—চলে যাক্ সে কুসুমপুরে ! ভবতোষ, বড়দি কারুর কথাই সে শুনলে না। কল্যাণীর চলে যাওয়াই স্থির।

প্রণবেশ কি ক'রে পারলে কল্যাণীকে ত্যাগ ক'রতে ? কল্যাণী শুধু তার স্ত্রীই আজ নয়, তার বংশধরের জননীও তো হ'তে চলেছে—

* * * * *

একথা জানার পরও প্রণবেশের মনে এতটুকুও অনুশোচনা, কল্যাণীর প্রতি একটুও অনুকম্পা কি জাগবে না ?

—

সঙ্গীত

(১)

দীপ্তির গান ঃ—

অঞ্চলে বেঁধে রাখ চঞ্চল সাথীরে।
উচ্ছল করে তোল উৎসব রাতিরে ॥
অনুরাগে রঞ্জিত জীবনের কুঞ্জে
বসন্ত দোলা দিক কুসুমের পুঞ্জে
তারি মধু সৌরভে প্রণয়ের গৌরবে
আনন্দে অলি আজ ওঠে যেন মাতিরে ॥
চিরশুভ লগনের ঐ বরমাল্য
বন্ধন মাঝে নব ছন্দ যে আনলো।
আজি ফুল-বাসরের মুখরিত কুজনে
স্বরগের মায়ালোক রচে যেও দুজনে
স্বপনের আঙিনায় মধুময় নিরালায়
উজ্জল করে রেখো দুটি প্রেম বাতি রে ॥

—শ্যামল গুপ্ত

(২)

সুজাতার গান ঃ—

ওগো সাথী মম সাথী
আমি সেই পথে যাব সাথে।
যে পথে আসিবে তরুণ প্রভাত
অরুণ তিলক মাথে ॥
যে পথে কাননে আসে ফুলদল
যে পথে কমলে পশে পরিমল
যে পথে মলয় আনে সৌরভ
শিশির সিক্ত প্রাতে ॥
যে পথে বধুরা যমুনার কূলে
যায় ফুল হাতে প্রেমের দেউলে
যে পথে বন্ধু বন্ধুর দেশে
চলে বন্ধুর সাথে ॥
যে পথে পাখীরা যায় গো কুলায়
যে পথে তপন যায় সন্ধ্যায়
সে পথে মোদের হবে অভিসার
[illegible] তিমির রাতে ॥

(৩)

সুজাতার গান :—

স্বপনে দোঁহে ছিনু কী মোহে, জাগার বেলা হল—
যাবার আগে শেষ কথাটি বোলো।
ফিরিয়া চেয়ে এমন কিছু দিয়ো
বেদনা হবে পরম রমণীয়—
আমার মনে রহিবে নিরবধি
বিদায়খনে খনেক-তরে যদি সজল আঁখি তোল॥
নিমেষহারা এ শুকতারা এমনি উষাকালে
উঠিবে দূরে বিরহাকাশ ভালে।
রজনী শেষে এই যে শেষ কাঁদা
বীণার তারে পড়িল তাহা বাঁধা,
হারানো মনি স্বপনে গাঁথা রবে—
হে বিরহিনী, আপন হাতে তবে বিদায়দ্বার খোল॥

—রবীন্দ্রনাথ

(৪)

সুজাতার গান :—

আমি তখন ছিলেম মগন গহন ঘুমের ঘোরে
যখন বৃষ্টি নামল তিমিরনিবিড় রাতে
দিকে দিকে সঘন গগন মত্ত প্রলাপে প্লাবন-ঢালা শ্রাবন-ধারাপাতে
সেদিন তিমিরনিবিড় রাতে॥
আমার স্বপ্নস্বরূপ বাহির হয়ে এল, সে যে সঙ্গ পেল
আমার সুদূর পারের স্বপ্ন দোসর সাথে
সেদিন তিমিরনিবিড় রাতে॥
আমার দেহের সীমা গেল পারায়ে, ক্ষুব্ধ বনের মন্দ্ররবে গেল হারায়ে,
আমার দেহের সীমা মিলে গেল কুঞ্জবীথির সিক্ত যুথীর গন্ধে
মত্ত হাওয়ার ছন্দে
মেঘে মেঘে তড়িৎ শিখার ভুজঙ্গপ্রয়াতে
সেদিন তিমিরনিবিড় রাতে॥

—রবীন্দ্রনাথ

শ্রীজয়েন্দিন্দু লাহিড়ী কর্তৃক ৬নং ম্যাডান ষ্ট্রীট, অলিম্পিক ফিল্ম-সেল্‌স্ কর্পরেশন পক্ষ হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ২৭-বি, স্বরি লেন, প্রিন্টম...
শ্রীকান...

পরিচয় লিপি

কল্যাণী—প্রগতি ঘোষ
সুজাতা—সুদীপ্তা রায়
বড়দিদি—শোভা সেন
পিসীমা—প্রভা দেবী
মৃণালিনী (কল্যাণীর মা)—অর্পণা দেবী
কালুর মা—শান্তা দেবী
দীপ্তি—শেফালী সরকার
(অবিনাশের স্ত্রী)—শান্তি মিত্র
কমলা (প্রতিবেশী)—প্রতিমা দাসগুপ্তা
অরুণা—প্রতিভা বিশ্বাস
(সুজাতার ঝি)—কমলা চ্যাটার্জি

প্রণবেশ—সুনীল দাসগুপ্ত
ভবতোষ—বিজন ভট্টাচার্য
পুরোহিত—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
শিক্ষক, মুক ও বধির বিদ্যালয়—বলীন সোম
অবিনাশ গাঙ্গুলী (কল্যাণীর মামা)—গঙ্গাপদ বসু
সরকার—জলদ চ্যাটার্জি
প্রসন্ন—দুলাল গুহ
বিশু (কল্যাণীর ভাই)—সত্যব্রত চ্যাটার্জি
সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট, মুক ও বধির বিদ্যালয়—ঋত্বিক ঘটক
ডাক্তার—বিমল সেন
গ্রাম্যলোক—কালী ব্যানার্জি
পরেশ—ভানু ব্যানার্জি

প্রণবেশের বন্ধুগণ—অজিত মিত্র, কুমার রায়, মণীন্দ্র রায় চৌধুরী, বানু ব্যানার্জি, ফণীন্দ্র চক্রবর্ত্তী, নৃপেন লাহিড়ী, মধু ঘোষাল

খগেশ চক্রবর্ত্তী, বেবী, অনিল সর্ব্বাধিকারী, ক্ষিতিশ আচার্য্য, ইন্দিরা কবিরাজ, ঈষাদেবী, মায়া ও অন্যান্য।

10-3-50

এ দেশে প্রতিবৎসর যত ছবি তৈরি হয় আর কোনো দেশেই তত হয়না— এমন কি মার্কিন মুল্লুকেও নয়। কিন্তু এত ছবির মধ্যে সত্যিকারের রসোত্তীর্ণ ক'টা, তা বিচার করে দেখতে গেলে লজ্জায় অধোবদন হতে হয়। এর কারণ একাধিক। তবে তারই মধ্যে সর্ব্বপ্রধাণ হল— চিত্রনির্ম্মাতা এবং পরিবেশকদের শিল্পানুরাগের চাইতে আর্টানুরাগের প্রাবল্য। বিষয়বস্তু নির্ব্বাচন থেকে শুরু করে নায়ক নায়িকা নির্ব্বাচন, চিত্রনাট্য রচনা, সস্তা অভিনয়ের মারপ্যাঁচ— সবই বক্স-অফিসকে কেন্দ্র করে। এতদিন পর্য্যন্ত এই ছিল বাংলা-ছবির হাল। সম্প্রতি এই অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধনে অনেকে মনোযোগী হয়েছেন। সত্যিকারের সার্থক চিত্রসৃষ্টির দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন থেকেই আমরা আজ শেষোক্তদের সঙ্গে চলচ্চিত্রশিল্পে অবতীর্ণ হয়েছি। আমাদের প্রচেষ্টা কতখানি সফল হয়েছে সেটা আপনারাই বিচার করবেন।

নিবেদক—

ছবি ও বাণী লিমিটেড

ও

অলিম্পিক ফিল্ম সেলস কর্পোরেশন